গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০১.১৮.০০২.১৫-৯৭০৬৬/৭ তারিখ: ১১/১০/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী সংক্রান্ত।

সূত্র: সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা-এর ডিও নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৩.৩১৩; তারিখ: ০৫/১০/২০২৩ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানান যাচ্ছে যে, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে **"শব্দদূষণ বন্ধ করি, নিরব মিনিট পালন করি"** এ স্লোগানকে সামনে রেখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা-এর উদ্যোগে গৃহীত কর্মসূচির আলোকে আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সকাল ১০:০০ টা হতে ১০:০১ মিনিট পর্যন্ত **'১ মিনিট শব্দহীন'** কর্মসূচি পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক

(রূপক রায়)
সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)
ফোন: ০২-২২৩৩৫০০৬৮
ad-admin@dshe.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১) পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
২) পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)/এইচএসটিটিআই (সকল);
৩) অধ্যক্ষ, সরকারি/বেসরকারি কলেজ/ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (সকল)
৪) উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল);
৫) জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল);
৬) প্রধান শিক্ষক, সরকারি/বেসরকারি বিদ্যালয় (সকল);
৭) উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল);

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :</u>
১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিবালয় বাংলাদেশ, ঢাকা;
২) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা(ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
৪) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
৫) সংরক্ষণ নথি।

অতীব জরুরি সময় নির্ধারিত

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) এর দপ্তর
প্রাপ্তি নং
তারিখ
উপ-পরিচালক (সাধাঃ প্রঃ)
উপ-পরিচালক (ক-১)
উপ-পরিচালক (ক-২)
উপ-পরিচালক (এইচআরএম)
..........তারিখের মধ্যে নথিতে দিবেন/আলাপ করুন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
মহাপরিচালকের দপ্তর
প্রাপ্তি নং
তারিখ
পরিচালক
প্রকল্প পরিচালক
উপ-পরিচালক
সহকারী পরিচালক
তারিখের মধ্যে
নথিতে দিবেন/আলাপ করুন।
মহাপরিচালক

সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

ডিও নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৩-৩১৩

তারিখঃ ২০ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৫ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিঃ

প্রিয় মহোদয়, সালাম ও শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে যানবাহনের অতিমাত্রায় সাধারণ ও ১০০ ডেসিবলের উর্ধ্বমাত্রার হর্নের ব্যবহার, যানবাহনে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন প্রচারণা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদিতে উচ্চস্বরে ব্যবহৃত সাউন্ড সিস্টেম/মাইক, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণের উচ্চ শব্দের কারণে শব্দদূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। কিন্তু পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন ধরণের মধ্যে বায়ু, পানি ও মাটি দূষণের স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হলেও এর তুলনায় শব্দদূষণ সম্পর্কিত সচেতনতার পর্যায়টি এখনও উল্লেখযোগ্য নয়।

০২। অতিমাত্রায় শব্দদূষণের ফলে মানুষের বহুমাত্রিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। শব্দদূষণের কারণে কানে কম শোনা, আংশিক বা পুরোপুরি বধিরতা, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা এবং মনোসংযোগ নষ্টসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যার পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের গর্ভপাত, গর্ভস্থ বাচ্চা বধির বা প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্ম হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। শব্দদূষণ যে কোনো মানুষের জন্য ক্ষতিকর, বিশেষ করে শিশু ও নারী, ট্রাফিক পুলিশ, রিকশা বা গাড়িচালক, রাস্তায় চলাচলকারী মানুষ, শব্দের উৎসের নিকটস্থ শ্রমিক বা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ অধিক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে রোগী এবং শিক্ষার্থীরা বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। এর ফলে দেশের মানব সম্পদের উপর এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি তথা প্রবৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

০৩। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর তথ্য মতে ৬০ ডেসিবলের উর্ধ্বমাত্রার শব্দ মানুষকে সাময়িক বধির এবং ১০০ ডেসিবলের উর্ধ্বমাত্রার শব্দ পুরোপুরি বধির বানিয়ে দেয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচির অধীনে দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে নির্বাচিত ২০৬টি স্থানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন একটি জরিপে সড়ক সংলগ্ন নির্ধারিত স্থানসমূহে সর্বনিম্ন ৪০ ডেসিবল থেকে সর্বোচ্চ ১৩৩.৪ ডেসিবল পর্যন্ত আকস্মিক (Impulse) শব্দের মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে যেখানে যানবাহনের হর্নকে শব্দদূষণের অন্যতম উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতিরিক্ত হর্ন ব্যবহারকারী স্থানসমূহে যে সমস্ত মানুষ অবস্থান/বসবাস করে থাকেন তারা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।

০৪। বর্তমানে ঢাকা শহরের শব্দদূষণ যে পর্যায়ে অবস্থান করছে তা খুবই আশংকাজনক। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে **"শব্দদূষণ বন্ধ করি, নিরব মিনিট পালন করি"** এ স্লোগানকে সামনে রেখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকা শহরের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যথা: (১) ওসমানী মিলনায়তনের সামনে (২) শাহবাগ (৩) উত্তরা (৪) বিজয়সরণী (৫) মিরপুর-১০ (৬) গাবতলী (৭) মগবাজার (৮) মহাখালী (৯) গুলশান-১ ও (১০) যাত্রাবাড়ী-তে আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২৩ সকাল ০৯:৩০ হতে সকাল ১০.০০ মিনিট পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারি, স্কুল-কলেজের স্কাউট সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারি, ট্রাফিক পুলিশের সদস্য ও ঢাকা পরিবহন মালিক সমিতির সদস্যদের উপস্থিতিতে ব্যানারসহ মানববন্ধন, গাড়ি চালকদের মধ্যে লিফলেট/স্টিকার বিতরণ কর্মসূচি এবং **সকাল ১০:০০ হতে সকাল ১০:০১ মিনিট পর্যন্ত '১ মিনিট শব্দহীন'** কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৫। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, আপনার অধিদপ্তরে কর্মরত সকল সরকারি ও ব্যক্তিগত গাড়িচালকগণকে আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২৩ সকাল ১০:০০ হতে ১০:০১ মিনিট পর্যন্ত তাদের যানবাহনে হর্ন বাজানো থেকে বিরত থাকা এবং প্রতিটি স্কুল-কলেজে কর্মসূচি প্রচারের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানসহ **'১মিনিট শব্দহীন'** কর্মসূচিকে সফল করার জন্য আপনার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে —

০৫.১০.২৩
ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

অধ্যাপক নেহাল আহমেদ
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
আব্দুল গণি রোড, ঢাকা